শিকার

এবার ফেক ভিডিওর শিকার ক্যাটরিনা কাইফ

৮

সংবাদ প্রতিদিন

চাষবাস

নবপত্রিকার নবগুণ

৬

sangbadpratidin.in | epratidin.in | ২১ কার্তিক ১৪৩০ | ৪.০০ টাকা | * বড়জোড়া সংস্করণ | বুধবার | ৮ নভেম্বর ২০২৩ | আংশিক মেঘলা | সর্বনিম্ন ২১°/৩২° সর্বাধিক | ১০ পাতা

শুভেচ্ছা

■ জন্মদিনে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাতে কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা। মঙ্গলবার কালীঘাটে। —শুভাশিস রায়

বিজেপির পুজো কেলেঙ্কারি

দিল্লি থেকে আসা অনুদানের টাকা তছরুপ, বিক্ষোভের মুখে দিলীপ

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : দলের তরফে দিল্লি থেকে পাঠানো দুর্গাপুজোর অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ঘিরে ধুন্ধুমার বিজেপির বিজয়া সম্মিলনী। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সামনেই অভিযুক্ত জেলা বিজেপি সভাপতির উপর চড়াও হন বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট (পূর্ব) বিধানসভা কেন্দ্রের ধামুয়ায়। পুজোর অনুদানের টাকা আত্মসাৎকারী জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতিকে বহিষ্কারের দাবিও করেন বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারের তরফে অনুদান দিচ্ছেন। এবারও প্রতিটি কমিটিকে ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছেন তিনি। বস্তুত, এই অনুদানের প্রথম থেকে বিরোধিতা করা বিজেপি চাপে পড়ে এবছর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে জেলার বিভিন্ন গেরুয়াপন্থী পুজো কমিটিকে টাকা পাঠানো হয়। কিন্তু, সেই টাকা জেলার কোনও বিজেপি নেতাদের পুজোর কাছে পৌঁছয়নি বলে

■ দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ। ধামুয়ায়।

অভিযোগ। বস্তুত, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য এদিন প্রকাশ্যে এসেছে স্বয়ং দিলীপ ঘোষের সামনেই। মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ধামুয়ায় একটি গেস্ট হাউসে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীতে আসেন দিলীপবাবু। তিনি প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখানে আসেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর। আর তাঁকে দেখামাত্রই দলীয় কর্মীদের একাংশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরাসরি পুজোর টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে উৎপলের উপর চড়াও হয় কর্মীদের একাংশ। শুরু হয় ধস্তাধস্তি, হাতাহাতিও চলে দু'পক্ষের মধ্যে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন স্বয়ং দিলীপ ঘোষও। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ''দুর্গাপুজোয় দলের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক জেলার ক্লাবগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা জেলা সভাপতি ক্লাবগুলোকে না দিয়ে বেশিরভাগ অর্থই নিজে আত্মসাৎ করেছেন।'' জয়নগরেরও মতো অন্য জেলাগুলিতেও বিজেপি নেতারা এমনভাবে পুজোর অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেছেন কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে এদিন দিলীপ ঘোষকে যোগাযোগ করা হলে হাঙ্গামার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ''কে কী টাকা নিয়েছে, কোথায় নিয়েছে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট ফোরামে অভিযোগ করা উচিত। ভারপ্রাপ্ত দলীয় নেতৃত্ব নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবেন।''

পদ নিয়েই ব্যস্ত নেতারা : তথাগত

মহুয়াকে বিঁধতে বঙ্গ সাংসদরা ব্যর্থ কেন

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গ বিজেপি নেতাদের অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায়। মঙ্গলবার এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকারে দলের রাজ্য নেতাদের তীব্র আক্রমণ করলেন প্রবীণ এই বিজেপি নেতা। বিভিন্ন বিষয়ে বলতে গিয়ে দলের ভুল ধরিয়ে ছত্রে ছত্রে রাজ্য বিজেপির ক্ষমতাসীন শিবিরকে নিশানা করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, লোকসভা ভোটে প্রচারের কোনও ইস্যু নেই। পদ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন দলের নেতারা। বঙ্গ বি জে পি তে গোষ্ঠীকোন্দল তীব্র আকার নিয়েছে। তখন তথাগতবাবু নিশানা করেছেন তাঁর দলের বঙ্গ নেতাদের। তিনি বলেন, ''পার্টির কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছনো নয়, দলের একটা পদ ও দায়িত্ব কুক্ষিগত করা। দলের দায়িত্ব প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু সেটা গৌণ। প্রধান ও মুখ্য হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। এই মানুষের কাছে পৌঁছনোর বিষয়টা নিয়ে ভাবনা-চিন্তাই করা হয়নি। ভাবনাচিন্তার জায়গাটা ব্রাত্য হয়ে রয়েছে।'' রাজ্যে একের পর এক নির্বাচনে হারতে হচ্ছে বিজেপিকে। পদ নিয়ে জেলায় জেলায় চলছে নেতাদের মধ্যে কোন্দল। বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের হাত থেকে রক্ষা পায়নি সল্টলেক ও মুরলীধর সেন লেনের পার্টি অফিসও। বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তখন পার্টি নেতারা যে জনসংযোগহীন, কার্যত সেই মন্তব্য করে বঙ্গ বিজেপির ক্ষমতাসীন শিবিরকে এদিন চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রবীণ এই বিজেপি নেতা। তথাগতবাবুর কথায়, ''বিজেপিতে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই খালি বলে সংগঠন। কিন্তু সংগঠনকে তো বানাতে হবে।

পাঁচের পাতায়

ফের বিস্ফোরক

তথাগত রায়

তৃণমূলের মঞ্চে হাজির অনুপম

শমীকের সঙ্গে প্রকাশ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : বিশ্বভারতীর উপাচার্য ইস্যুতে তৃণমূলের অবস্থান মঞ্চে হঠাৎই হাজির হন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। আর সেটা নিয়েই বিজেপির মধ্যে কোন্দল আরও নগ্ন হয়ে পড়ল। বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন দলেরই রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের সঙ্গে অনুপমের শুরু হয়ে গেল প্রকাশ্য কাদা ছোড়াছুড়ি। অনুপম হাজরার কোনও বক্তব্যেরই গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে তোপ দেগেছেন শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূলের মঞ্চের সামনে যাওয়া নিয়ে অনুপমকে নিশানা করে শমীকের মন্তব্য, ''এখনও নাড়ির যোগাযোগটা (আগে যেহেতু তৃণমূলে ছিলেন অনুপম) উনি (অনুপম) কাটাতে পারেননি।'' শুধু তাই নয়, অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে অনুপম হাজরা মাছের ঝোল খেয়ে এসেছিলেন, সেই উদাহরণ তুলে ধরে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদককে কার্যত নগ্নভাবে সমালোচনা করেছেন রাজ্য মুখপাত্র। এরপরই শমীককে পাল্টা নিশানা করে অনুপম বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা উনি (শমীক) তুলে আনছেন। ওঁর কীসের খিদে অনন্যা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যাবে। ওঁর (শমীক) সংস্কৃতি ও রুচি যদি এটা হয় তা হলে তা বিজেপির কতটা গরিমা বাড়াচ্ছে, তাতে আমার সন্দেহ আছে।''

পাঁচের পাতায়

■ শান্তিনিকেতনে তৃণমূলের মঞ্চের সামনে অনুপম।

নামবদল, আলিগড় হবে হরিগড়!

নয়াদিল্লি: ফের নামবদল। এবার আলিগড়ের নাম বদলে হরিগড় করার পথে যোগী আদিত্যনাথ সরকার।

দুবছর আগে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের সময়ই প্রসঙ্গটি উঠেছিল। ক্ষমতায় ফিরতে নামবদলের একপ্রকার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল রাজ্যের ক্ষমতাসীন যোগী সরকার। তবে প্রায় দুবছর পর কাজটিতে সিলমোহর দিল তারা। বিজেপি পরিচালিত আলিগড় পুরসভা এবার থেকে পরিচিত হবে হরিগড় পুরসভা হিসাবেই। দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের জমানায় গড়ে ওঠা উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চলের নামও এবার বদলে পেল নতুন নাম।

বারবারই ইতিহাসের পাতায় থাকা বহু নাম পাল্টে ইতিহাসকেই অস্বীকার করছে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি এবং যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে গেরুয়া শিবির। যে তালিকায় একদম উপরের দিকে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের নাম। সেই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন হরিগড়। আলিগড় পুরসভার অধিবেশনে বিজেপি কাউন্সিলর সঞ্জয় পণ্ডিত প্রস্তাবটি পেশ করেন। মেয়র প্রশান্ত সিঙ্ঘল মঙ্গলবার জানান, "আলিগড় শহরের নাম হরিগড় করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর।" ফলে কাগজেকলমে নামটি বদলে যাওয়া পেয়েছে সবুজ সংকেত। লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে নতুন করে নাম বদলের হিন্দুত্ব তাসই হাতিয়ার এমনই অভিযোগ করছে বিরোধী শিবির।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর যেমন রাজধানী দিল্লির একাধিক রাস্তা ও এলাকার নাম বদল ঘটেছে তেমনই ২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই একের পর এক শহরের নাম বদলানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশের। বদল হয়েছে একের পর এক নাম।

পাঁচের পাতায়

সবার মোবাইলেই নজরদারি কেন্দ্রের

গ্রাহকদের জন্য হচ্ছে একটিই পরিচিতি সংখ্যা

নয়াদিল্লি: ফোন হ্যাকিং নিয়ে অ্যাপলের মেসেজের বিতর্কের মাঝেই নতুন পদক্ষেপ কেন্দ্রের। মোবাইল ফোনের মালিকদের জন্য শীঘ্রই চালু হচ্ছে 'ইউনিক কাস্টমার আইডি'। কেন্দ্রের দাবি, প্রতারণা রুখতেই এই পদক্ষেপ। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে নজরদারির বিষয়টি পাকা করতেই এমন পথে হাঁটতে চলেছে মোদি সরকার।

পাড়ার দোকান কিংবা মোবাইলে ফোনেই ছোট একটি ক্লিকে অতি সহজে হাতের মুঠোয় মিলতে পারে একটি সিম কার্ড। বায়োমেট্রিক নথি যাচাই পর্ব মিটতেই কথা বলার সুযোগ। কিছু সংস্থার ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে, একই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার বাইরে সংযোগ দেওয়া হবে না। তবে এবার গোটা বিষয়টি নিজেদের নজরদারিতেই রাখতে চাইছে কেন্দ্র। তার জন্যই তৈরি হচ্ছে অভিন্ন পরিচয় সংখ্যা। যার মাধ্যমে সরকারের কাছে সুযোগ থাকবে প্রতিটি মানুষের চলাফেরায় নজরদারি চালানোর।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সঙ্গে আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত হওয়ার কারণে মোবাইল ফোন বিষয়টি দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যই আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। প্রান্তিক অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষকে বাদ দিলে পরিবারে একটি মোবাইল ফোন গ্রামাঞ্চলেও এখন লভ্য। এই অবস্থায় গ্রাহকদের প্রত্যেকের জন্য একটি অভিন্ন গ্রাহক পরিচয় সংখ্যা তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্র। নির্দিষ্ট গ্রাহক সংখ্যার প্রেক্ষিতে যে কোনও মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া যাবে প্রিপেড বা পোস্টপেড মোবাইল সংযোগ। ঠিক যেরকমভাবে ১৪ অঙ্কের আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেল্থ অ্যাকাউন্ট 'আভা'-র আইডি তৈরি হয় এ ক্ষেত্রেও তেমন পদ্ধতিই নিতে চাইছে কেন্দ্র।

পাঁচেরর পাতায়

নয়া ব্যবস্থা

- ■ আধার নম্বরের সঙ্গে যুক্ত অভিন্ন পরিচয় সংখ্যা।
- ■ একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৯টি মোবাইল নম্বর পেতে পারেন।
- ■ অভিন্ন পরিচিতি সংখ্যার সাহায্যে তার গতিবিধিতে নজর রাখতে পারবে কেন্দ্র।
- ■ গ্রাহকের সমস্ত তথ্য, শিক্ষা, আয়, এমনকী বিবাহিত কিনা তাও জানাতে হবে।
- ■ মোবাইল ইউনিক আইডির মাধ্যমে আধার তথ্য সহজেই প্রতারকদের নাগালে পৌঁছে যাবে বলে আশঙ্কা।

অঙ্কিতের অফিসে উদ্ধার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : রেশন বন্টন দুর্নীতির তদন্তে নেমে এবার বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট(ইডি)। বিহারের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে নাম জড়ানো যে দুই ব্যবসায়ীর যোগসাজশ রেশন দুর্নীতিতেও মিলেছে বলে অভিযোগ, সেই দীপেশ চন্দর ও হিতেশ চন্দরের 'অঙ্কিত ইন্ডিয়া' নামে একটি প্যাকেজিং সংস্থার এজেসি বোস রোডের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে এক কোটি টাকা উদ্ধার করেছেন ইডি আধিকারিকরা। এ ছাড়াও জেলার একাধিক চালকল ও গমকল থেকে আরও ৪২ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, রেশন বন্টনে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের দু'টি ভুয়া সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মেলা ১৬ কোটি ৮৭ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯১ টাকাও ইতিমধ্যেই ফ্রিজ করেছে ইডি। ওই সংস্থার কর্ণধার শান্তনু ভট্টাচার্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলে ইডির দাবি। রেশন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আরও টাকা ও সম্পত্তির সন্ধানে ইডি চলতি সপ্তাহে ফের আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালাতে পারে বলে জানা গিয়েছে। জেরায় ইডির কাছে এক মিল মালিক দাবি করেছেন, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁকে দিয়ে নিজের পরিচারকের নামে বিপুল টাকা ও সম্পত্তি দানপত্র করিয়েছিলেন। পরিচারকের কাছে ওই টাকা পাঠিয়ে আদতে রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলেই ইডি কর্তাদের অনুমান। এই নিয়ে ইডি আদালতে নথিও পেশ করেছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশন বন্টনে দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ এক মিল মালিক জেরার মুখে গোয়েন্দাদের জানান যে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁকে দিয়ে নিজের পরিচারকের নামে ৫০ লাখ টাকার দানপত্র করান। ওই টাকা পরিচারককে দেওয়ার পর ফের তা তুলে নেওয়া হয়েছিল কি না, তা ইডি আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন। ইডির কাছে ওই মিল মালিকের দাবি, জ্যোতিপ্রিয় ওই একই

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

কেন্দ্রীয় করের ভাগ দিল দিল্লি

■ কলকাতা : কেন্দ্রীয় করের অংশ হিসেবে ৫,৪৮৮ কোটি টাকা পেল রাজ্য। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় করের ভাগ হিসেবে সবগুলি রাজ্যকে মোট ৭২,৯৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের ৪১ শতাংশ রাজ্যগুলিকে বণ্টন করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''বাংলা থেকে যে হারে কেন্দ্র কর তোলে, তার সামান্য অংশ ফেরত দেয়।''

বিহারে ৭৫% সংরক্ষণ হচ্ছে

■ পাটনা : এর আগে রাজ্যে জাতভিত্তিক শুমার করেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব পেশ করেন তিনি। এর সঙ্গে কেন্দ্রের আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের ১০ শতাংশ ধরলে মোট সংরক্ষণ ৭৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে। যদিও ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যস্তরে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা বেঁধে দেয়।

সাংবাদিকের ফোন বাজেয়াপ্তে নিয়ন্ত্রণ

■ নয়াদিল্লি : সাংবাদিকদের ফোন তথা ডিজিটাল ডিভাইস যখন-তখন বাজেয়াপ্ত করা ঠিক নয়। নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা দরকার। মঙ্গলবার ফাউন্ডেশন অফ মিডিয়া প্রফেশনাল নামে একটি সংগঠনের জনস্বার্থ মামলায় এমনই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি এস এস কউল ও বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁদের মতে, সাংবাদিকদের ফোন ও ডিভাইসে গোপন তথ্য থাকতে পারে। এই বিষয়ে গাইডলাইন ঠিক করতে একমাস সময় দেওয়া হয়েছে।

খয়রাতির ঢল, ভোটে লক্ষ্মীর অকাল বোধন!

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত
ভোপাল

ভোট বড় বালাই। যার তাগিদে অসম্ভবও সম্ভব হয়! অন্তত নির্বাচনমুখী মধ্যপ্রদেশে!

মা দুর্গার অকালবোধন বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু লক্ষ্মীর অকাল বোধন! কোনওদিন হয়েছে বলে জানা ছিল না। জানা গেল, বাঘ ও বাগীর তল্লাটে এসে। ভোটের দায়ে অসময়ে লক্ষ্মী আরাধনায় মেতেছে মধ্যপ্রদেশের ভোট ময়দানের খিলাড়িরা। কোথাও লক্ষ্মীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু, কোথাও মহিলা ভোটারদের লক্ষ্মীরূপে ভজনা।

কারণ একটাই। এবার সরকার গড়ার মুখ্য কারিগর হবেন মহিলা ভোটাররা। তাই আগেভাগেই মহিলাদের জন্য সব পক্ষ ঢালাও দান-খয়রাতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। সেখানেও দুর্দম টক্কর। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের

প্রকল্পের অনুকরণে কংগ্রেস মহিলাদের মাথাপিছু ১,৫০০ টাকা মাসিক অনুদানের ঘোষণা করতেই গেরুয়া শিবির ২,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার পরেই কংগ্রেস অনুদান ১,০০০ টাকা বাড়িয়ে করেছে আড়াই হাজার। আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রান্নার গ্যাসের দাম ৫০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিতেই বিজেপির ঘোষণা, তারা কুর্সিতে এলে ৪৫০ টাকায় আমজনতার হেঁশেলে পৌঁছে দেবে এলপিজি সিলিন্ডার!

মানে দস্তুরমতো খয়রাতির নিলামদারি! মহিলাদের মন পেতে এ হেন দড়ি টানাটানির বহর দেখে মুচকি হাসছেন রাজ্যের লক্ষ্মীরা।

মধ্যপ্রদেশে এবার মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি ৭২ লক্ষ। পুরুষদের তুলনায় সামান্যই কম। কন্যাশিশুর জন্মহার বৃদ্ধি ও ভ্রূণহত্যা বন্ধ হতেই লাফিয়ে লাফিয়ে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বাড়ছে, একমত প্রধান দুই প্রতিপক্ষ বিজেপি ও কংগ্রেস। বিজেপির প্রদেশ সহসভাপতি সন্ধ্যা রাই জানান, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযানে ব্যাপক সাড়া মিলেছে মধ্যপ্রদেশে। তার প্রভাব পড়েছে ভোটার তালিকায়। মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের আলাদা করে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। দল ক্ষমতায় ফিরলে মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করার কথা আমরাই বলেছি। আবার গৃহবধূদের কথা ভেবে

পাঁচের পাতায়